বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২, অরফ্যানেজ রোড, বখশিবাজার, ঢাকা-১২১১

www.bmeb.gov.bd www.ebmeb.gov.bd

স্মারক নং-বামাশিবো/পরী/দাখিল-২০২১/৪৫১

তারিখ : ২৫ ফাল্গুন, ১৪২৭ / ০৭ মার্চ, ২০২১

২০২১ সালের দাখিল পরীক্ষার ফরম পূরণের বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর আওতাভুক্ত মাদ্রাসা প্রধান ও সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২১ সালে অনুষ্ঠেয় দাখিল পরীক্ষার আবেদন ফরম (e-FF) Online-এ পূরণ এবং প্রয়োজনীয় ফি জমা দেয়ার সময়সূচি ও নিয়মাবলি নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	বিবরণ	তারিখ
(ক)	রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীসহ আবশ্যিক ও নৈর্বাচনিক বিষয়/বিষয়সমূহে এক থেকে চার বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীগণের ২০২১ সনের দাখিল পরীক্ষায় অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে অংশগ্রহণের জন্য নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের বরাবরে সাদা কাগজে আবেদন করার শেষ তারিখ:	১৫-০৩-২০২১
(খ)	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের Website-এ পরীক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা প্রদর্শনের তারিখ	২৫-০৩-২০২১
(গ)	প্রদর্শিত সম্ভাব্য তালিকা হতে Online-এ ফরম (e-FF) পূরণ এবং বিলম্ব ফি ছাড়া TT স্লিপ বের করার তারিখ	২৬-০৩-২০২১ থেকে ০১-০৪-২০২১
(ঘ)	বিলম্ব ফি ছাড়া TT স্লিপের টাকা ব্যাংকে জমা দেয়ার শেষ তারিখ	০৪-০৪-২০২১
(ঙ)	প্রতি পরীক্ষার্থী ১০০.০০ (একশত) টাকা হারে বিলম্ব ফিসহ Online-এ ফরম (e-FF) পূরণ ও TT স্লিপ বের করার তারিখ	০৫-০৪-২০২১ থেকে ০৮-০৪-২০২১
(চ)	বিলম্ব ফি সহ TT স্লিপের টাকা ব্যাংকে জমা দেয়ার শেষ তারিখ	১৩-০৪-২০২১
(ছ)	চূড়ান্ত পরীক্ষার্থীর তালিকা বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের Website (www.ebmeb.gov.bd/ www.bmeb.gov.bd)-এ প্রদর্শনের তারিখ	২০-০৪-২০২১
(জ)	চূড়ান্ত তালিকা ও TT স্লিপের ফটোকপি (কেন্দ্রসচিব/তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে) বোর্ডে হাতে হাতে জমা দেয়ার শেষ তারিখ	২৫-০৪-২০২১ থেকে ২৯-০৪-২০২১
**	রেজিস্ট্রেশনে যে Password ব্যবহার করা হয়েছে সে Password দিয়েই Online-এ ফরম পূরণ করতে হবে।	

বিঃ দ্রঃ উল্লিখিত তারিখের পরে কোন অবস্থায় Online-এ ফরম পূরণ ও TT গ্রহণ করা হবে না। এর ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২. পরীক্ষার্থী নির্বাচন ও করণীয়ঃ

(ক) নিয়মিত,অনিয়মিত (RP), জিপিএ উন্নয়ন ও আংশিক (এক থেকে চার বিষয়ে অকৃতকার্য-যার জন্য যা প্রযোজ্য) সকল পরীক্ষার্থীকে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, কর্তৃক প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি (সিলেবাস) যা কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে দাখিল-২০২১ পরীক্ষার জন্য NCTB কর্তৃক পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে সে অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

(খ) ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের রেজিস্ট্রেশনধারী যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা ২০১৯ ও ২০২০ সালের দাখিল পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে অথবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি, তারা ২০২১ সালের দাখিল পরীক্ষায় অনিয়মিত (RP) পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(গ) ২০১৯ ও ২০২০ সালের দাখিল পরীক্ষায় অনিয়মিত ও নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৪র্থ বিষয় বাদে (এক থেকে চার বিষয়ে) অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে ২০২১ সালের দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। উক্ত পরীক্ষার্থীগণ ৪র্থ বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকৃত বিষয়/ বিষয়সমূহের প্রাপ্ত GP উত্তীর্ণ বিষয়/বিষয় সমূহের সংরক্ষিত GP এর সাথে যোগ করে পরীক্ষার্থীর GPA নির্ণয় করা হবে। তবে তারা ইচ্ছা করলে সকল বিষয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(ঘ) কেবল ২০২০ সালের দাখিল পরীক্ষায় সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং GPA ৫.০০ এর কম পেয়েছে তারা ইচ্ছা করলে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে ২০২১ সালের দাখিল পরীক্ষায় GPA উন্নয়নের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে তাদেরকে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই রেজিস্ট্রেশনে উল্লেখিত বিষয় ও মাদ্রাসা পরিবর্তন করা যাবে না। তাদের Online-এ ফরম পূরণসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের যথাস্থানে পূর্বের রেজিস্ট্রেশন নম্বর, রোল নম্বর, প্রাপ্ত GPA উল্লেখ করতে হবে। Online-এ পূরণকৃত ফরমের প্রিন্ট আউট-এর ক্রমিকের স্থলে GPA উন্নয়ন শব্দটি লিখতে হবে।
তাদের পরীক্ষার পূরণকৃত ফরমের সাথে ২০২০ সালের দাখিল পরীক্ষার প্রবেশপত্র ও একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এর সত্যায়িত ফটোকপি অবশ্যই সংযোজন করে চূড়ান্ত তালিকার সাথে আলাদাভাবে জমা দিতে হবে। পরীক্ষার্থীর GPA উন্নয়ন হলে তা গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় পূর্বের GPA বহাল থাকবে।

(ঙ) কোন অবস্থাতেই এক মাদ্রাসার রেজিস্ট্রেশনধারী ছাত্র-ছাত্রী বোর্ডের ছাড়পত্র ব্যতীত অন্য কোন মাদ্রাসার মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ছাড়পত্র গ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর ছাড়পত্র ও রেজিস্ট্রেশন কার্ডের ফটোকপি চূড়ান্ত তালিকার সাথে জমা দিতে হবে।

(চ) ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রী যারা অতিরিক্ত বিষয় ছাড়া ১(এক) বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে এবং রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ২০২০ সালে শেষ হয়েছে তারা পরীক্ষার ফরম পূরণ (e-FF)-এর পূর্বে ২০০.০০ (দুইশত) টাকা ফি বোর্ডে জমা প্রদান করতঃ রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ নবায়ন করে শেষবারের মত ২০২১ সালের দাখিল পরীক্ষায় ঐ অকৃতকার্য বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(ছ) পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন কার্ডে উল্লিখিত বিষয়/বিষয়সমূহে-ই তাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। বোর্ডের অনুমতিক্রমে বিষয় পরিবর্তন না করে রেজিস্ট্রেশন কার্ড বহির্ভূত কোন বিষয়/বিষয়সমূহে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে অংশগ্রহণকৃত বিষয়/বিষয়সমূহ বাদ দিয়েই তার ফল প্রকাশ করা হবে।

(জ) একই নামের একাধিক ছাত্র/ছাত্রী থাকতে পারে। তাই পরীক্ষার্থী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে নির্বাচন করতে হবে, যাতে প্রকৃত পরীক্ষার্থীর পরিবর্তে অন্য কোন শিক্ষার্থীর নাম নির্বাচিত না হয়। এ ধরনের ভুলের ক্ষেত্রে সকল দায় প্রতিষ্ঠান প্রধানকে বহন করতে হবে।

(ঝ) যে সকল উপজেলায় দাখিল পর্যায়ের পরীক্ষা কেন্দ্র আছে সেই উপজেলাস্থ মাদ্রাসা কোন ক্রমেই অন্য উপজেলার/জেলার পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবে না। প্রত্যেক মাদ্রাসাকে নিজ উপজেলাস্থ পরীক্ষা কেন্দ্রকে পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

(ঞ) পরীক্ষার ফি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা হিসাব নম্বর ৩৩০০১০৩৫ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, বি.এম.ই.বি, শাখা, ঢাকায় টিটির মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে।

(ট) Online-এ ফরম পূরণের পর (বিলম্ব ফি সহ) চূড়ান্ত পরীক্ষার্থীদের তালিকা (Final Candidates List) Download করে পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতি পৃষ্ঠায় মাদ্রাসা প্রধানের স্বাক্ষর ও মোবাইল নম্বর প্রদান করে এক কপি তালিকা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রসচিবের নিকট ২২-০৪-২০২১ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে এবং কেন্দ্রসচিব/তাঁর প্রতিনিধি চূড়ান্ত পরীক্ষার্থীদের তালিকা ও টিটির ফটোকপি দাখিল পরীক্ষা শাখায় হাতে হাতে ২৫-০৪-২০২১ হতে ২৯-০৪-২০২১ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে এবং এক কপি মাদ্রাসায় সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. ফি এর হার নিম্নোক্ত ছকে দেওয়া হলোঃ

পরীক্ষার্থীর ধরণ	পরীক্ষার্থীর ফি (প্রতি পত্র)	ব্যবহারিক এবং মৌখিক পরীক্ষার্থীর ফি (প্রতি পত্র)	একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	মূল সনদ ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	রিটেনশন (আর.পি) ফি (অনিয়মিত) পরীক্ষার্থীদের বেলায়	জিপিএ উন্নয়ন ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	বয়স্কাউট/গার্লস গাইড ফি (পরীক্ষার্থী প্রতি)	ক্রীড়া এফিলিয়েশন ফি (প্রতি মাদরাসা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
নিয়মিত	১০০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	১০০.০০	--	--	৫.০০	১৫.০০	৩০০.০০ (একবার)
অনিয়মিত (যারা ইতোপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে)	১০০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	--	১০০.০০	--	৫.০০	১৫.০০	
অনিয়মিত (যারা ইতোপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি)	১০০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	১০০.০০	১০০.০০	--	৫.০০	১৫.০০	
জিপিএ উন্নয়ন	১০০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	১০০.০০	--	১০০.০০	৫.০০	১৫.০০	

ব্যবহারিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফি প্রতি পত্র ১০.০০ টাকা। উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও আনুষঙ্গিক কর্ম সম্পাদনের পর পরই কেন্দ্রসচিব ব্যবহারিক উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ হতে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষককে উত্তরপত্র প্রতি ৫.০০ (পাঁচ) টাকা এবং বহিরাগত পরীক্ষককে উত্তরপত্র প্রতি ৫.০০ (পাঁচ) টাকা হারে সম্মানী/পারিশ্রমিক পরিশোধ করবেন। এ বিষয়ে বোর্ড টিএ/ডিএ উত্তরপত্র মূল্যায়ন বাবদ কোন প্রকার সম্মানী প্রদান করবে না।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে, এ ক্ষেত্রে এই বিষয়ের ফি ২৫/-টাকা হবে, যার বিভাজন কেন্দ্র ০৭ টাকা এবং প্রতিষ্ঠান ১৮ টাকা পাবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: যে সকল অনিয়মিত পরীক্ষার্থী একবার দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহনের জন্য আবেদন ফরম পূরণ করে প্রবেশপত্র পেয়েছে তাদেরকে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদের মধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পুনরায় সনদ ফি প্রদান করতে হবে না। তবে প্রবেশপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি অবশ্যই জমা দিতে হবে।

৪. দাখিল রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ফি প্রতি পরীক্ষার্থী- ২০০.০০ (দুইশত) টাকা।

৫. দাখিল রেজিস্ট্রেশন নবায়নের বিলম্ব ফি প্রতি পরীক্ষার্থী- ১০০.০০ (একশত) টাকা।

৬. যে সকল পরীক্ষার্থী-২০১৯ সালের দাখিল পরীক্ষায় ০১ (এক) থেকে ০৪ (চার) বিষয়ে (অতিরিক্ত বিষয় বাদে) অকৃতকার্য হয়ে ২০২০ সালে দাখিল পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা ২০২১ সালের দাখিল পরীক্ষায় জি.পি.এ উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৭. কেন্দ্র ফি (কেন্দ্রে জমা দিতে হবে) ঃ

(ক) দাখিল পরীক্ষায় প্রতি পরীক্ষার্থীর (যাদের ব্যবহারিক পরীক্ষা নেই) কেন্দ্র ফি ৩৫০.০০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা।

(খ) এক থেকে চার বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীসহ সকল প্রকার পরীক্ষার্থী যাদের ব্যবহারিক পরীক্ষা আছে পরীক্ষার্থী প্রতি কেন্দ্র ফি ৪০০.০০ (চারশত) টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: বহিস্কৃত/রিপোর্টেড পরীক্ষার্থীদের শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে কোন অবস্থাতেই Online-এ ফরম (eFF) পূরণ ও টিটি করা যাবে না। এ ধরণের পরীক্ষার্থীর টিটি বোর্ডে জমা দিলে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন। মাদ্রাসা প্রধানগণকে অবশ্যই নামসহ সীল ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করা হলো। যে সকল বহিস্কৃত/রিপোর্টেড পরীক্ষার্থীদের শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০২১ সালের দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ না থাকলে মেয়াদ নবায়ন করা যাবে না।

এই বিজ্ঞপ্তিটি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব Website-এ (www.bmeb.gov.bd) পাওয়া যাবে।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে

07.3.21

(মোঃ কামাল উদ্দিন)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোন: ৫৮৬১০২০২,ফ্যাক্স-৫৮৬১৭৯০৮
e-mail : controller@bmeb.gov.bd

স্মারক নং-বামাশিবো/পরী/দাখিল-২০২১/৪৫১(১১)

তারিখ : ২৫ ফাল্গুন, ১৪২৭ / ০৭ মার্চ, ২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলোঃ

১. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩. জেলা প্রশাসক (সকল)।
৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
৫. সকল কর্মকর্তা,বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৬. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (চলতি দায়িত্ব), কম্পিউটার শাখা, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭. প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল),বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (তাঁকে এই বিজ্ঞপ্তিটি বোর্ডের Website-এ প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৮. সহকারী পরিদর্শক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, আঞ্চলিক কার্যালয়, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা/ময়মনসিংহ/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/সিলেট/রাজশাহী/রংপুর/খুলনা/বরিশাল।
৯. সুপার /অধ্যক্ষ, অনুমতি/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দাখিল/ আলিম মাদ্রাসা (সকল)।
১০. পি.এ.টু- চেয়ারম্যান/রেজিস্ট্রার/পরিদর্শক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
১১. অফিস কপি।

০৭.০৩.২০২১

ড. মোঃ হুসাইন মাহমুদ ফারুক
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (গোপনীয়)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোন : ৯৬৭৫৩৬৯